কুষ্টিয়ায় মা-শিশু হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মা ও শিশু হত্যা মামলায় তিন জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে আসামীদের প্রত্যেকের ৫০ হাজার টাকা করে অর্থ দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

আজ বুধবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-১ এর বিচারক সোহানী পূষণ আসামীদের উপস্থিতিতে এ রায় দেন।

সাজার আদেশ প্রাপ্তরা হলেন- দৌলতপুর উপজেলার জোয়াদ্দার পাড়া গ্রামের বাসিন্দা সেকেন্দার মোল্লার ছেলে মো. হানিফ মোল্লা
(৩২) সোনাইকান্দি গ্রামের বাসিন্দা ইমরান হোসেন মন্ডলের ছেলে আলী আকবর (৩২) একই গ্রামের মৃত শহিদুল মন্ডলের ছেলে লালচাঁদ মন্ডল (৩২)। এরা সবাই পেশাদার চোর চক্রের সদস্য বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বর রাতে বাড়িতে চুরি হওয়ার সময় গৃহবধূ ছানোয়ারা বেগমের ঘুম ভেঙ্গে যায়। এসময় চোররা গলায় মাফলার পেচিয়ে ফাঁস লাগিয়ে গৃহবধূকে হত্যা করে। মায়ের হত্যার দৃশ্য দেখে ফেলায় শিশু রাজকে (৮) গলায় গামছা পেচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

নিহত ছানোয়ারা বেগম দৌলতপুর উপজেলার সোনাইকান্দি গ্রামের মানিক মিয়ার স্ত্রী। নিহত শিশু রাজ (৮) মানিক মিয়ার ছেলে।

হত্যার ঘটনায় নিহতের মেয়ে উপজেলার শীতলাইপাড়া গ্রামের তৌহিদুল ইসলামের স্ত্রী মোছা. পারভীনা খাতুন বাদি হয়ে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা দায়ের করেন। তদন্ত করে ২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর দৌলতপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক নিশিকান্ত সরকার ৩ জনের বিরুদ্ধে চুরি সংগঠন ও হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগ এনে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

কুষ্টিয়া জজ কোর্টের এপিপি অ্যাডভোকেট আবু সাইদ মোহাম্মদ ইলিয়াস রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আসামীরা আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দিতে ভিকটিমের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে

দেখে ফেলায় মা ও ছেলেকে হত্যা করেছে বলে জবানবন্দি দেয়। রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের উপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালক হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালক জহুরুল হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া একই মামলায় ১ জনকে দুই বছরের কারাদণ্ড এবং ২ জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২টায় অতিরিক্ত দায়রা জজ-২ আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এ রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন যশোরের চাচড়ার রায়পাড়ার আব্দুস ছালামের ছেলে ফজলুর রহমান, ঠাকুরগাঁওয়ের মাধবপুর গ্রামের শ্রী গনেশ চন্দ্র রায়ের ছেলে শ্রী দিপক কুমার রায় ও গোপালগঞ্জ জেলার গাড়ইগাত গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে আবু সুফিয়ান মোল্লা। এর মধ্যে ফজলুর রহমান পলাতক রয়েছেন।

মামলার অপর এক পলাতক আসামি পিরোজপুরের সেউতিবাড়ীয়া গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলী হাওলাদারের ছেলে জয়নাল হাওলাদারকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া দুই আসামি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ফার্মপাড়ার ইয়ামিন আলীর ছেলে মোহাম্মদ দিলন ও দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের ইয়াকুব আলীর ছেলে আনোয়ার হোসেনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১০ আগস্ট বিকেলে দামুড়হুদার পরানপুর মাঠের একটি বেগুন ক্ষেতে ইজিবাইক চালক জহুরুল ইসলামকে গলা কেটে হত্যা করে তার ইজিবাইকটি ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় পরদিন ছয় জনকে আসামি করে সংশ্লিষ্ট থানায়

একটি হত্যা মামলা করা হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে একই বছর ৩০ নভেম্বর ৬ জনকে আসামি করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দামুড়হুদা থানার উপপরির্দশক (এস আই) আরিফুর রহমান।